গাংনীতে টিউবয়েলে স্বয়ংক্রিয় পানি, রোগমুক্তির গুজব!

একটি টিউবয়েল থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি বের হচ্ছে গত চারদিন ধরে। ওই পানি পান করলেই মিলবে রোগমুক্তি, সারবে দুরারোগ্য ব্যধি ক্যান্সারসহ নানা ধরনের জটিল ও কঠিন রোগ! এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ার পরই দূর-দূরান্ত থেকে পানি নিতে শত শত মানুষ ভীড় করছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আনারুলের বাড়িতে।

গত চারদিন ধরে তাঁর বাড়ির একটি টিউবয়েলে কোন বৈদুতিক মটর বা হাতের চাপ ছাড়াই পানি উঠছে। তবে এ পানি পান করে কারো রোগমুক্তি হয়েছে কিনা কেউ বলতে পারেনি। এটিকে পুঁজি করে ব্যবসার ফন্দি আঁটছে একটি চক্র। তবে প্রশাসন বলছে যদি কেউ প্রতারণা করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জানা গেছে, ভবানীপুর গ্রামের আনোরুল ফকিরের বাড়ির টিউবয়েল দিয়ে হঠাত পানি উঠতে থাকে। এলাকার লোকজন এটিতে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে এবং এর পানি পান করলে রোগমুক্তি হবে ভেবে পানি নেয়া শুরু করেন। অনেকেই রোগমুক্তির প্রচারণা চালানোর পর ভবানীপুর ও আশেপাশের এলাকার লোকজন পানি নিতে ভীড় জমায়। কেউ আসছেন গোপন রোগ ভাল করার নিয়্যতে। আবার অনেকেই আসছেন ক্যান্সারসহ দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে। বিশেষ করে বিকেল থেকে পানি নেয়ার ভীড় লক্ষ্য করা গেছে।

শুক্রবার বিকেলে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বিভিন্ন বয়সি নারী পুরুষের ভীড়। কেউ বা পানি নিয়ে যাচ্ছেন। আবার কেউবা ওখানে নিয়্যত করেই পানি পান করছেন। পানি নিতে আসা কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের গরুড়া গ্রামের মহিদুল জানান, তার ও তার ছোটভায়ের গোপন রোগ মুক্তির জন্য পানি নিতে এসেছেন। বিভিন্ন ডাক্তার কবিরাজের কাছে চিকিৎসা নিয়েও তা ভাল হয়নি।

ভবানীপুরের হাবিবুর জানান, চোখে কম দেখেন তিনি। ওই পানি দিয়ে চোখ পরিস্কার করলে ভাল হবে, মনে করে খাস নিয়তে তিনি পানি নিয়ে যাচ্ছেন। তবে কাউকে কোন টাকা দিতে হচ্ছে না।

গোয়াল গ্রামের বৃদ্ধ চম্পা এসেছেন তার মেয়ের বন্ধ্যাত্ম দূরী করণের জন্য। বিয়ের ১০ বছর পার হলেও তার মেয়ের কোন বাচ্চা নেই।

এদিকে একটি চক্র ওই টিউবয়েলটিকে ঘিরে ব্যবসার ফন্দি আঁটছেন। অনেকেই এটিকে অলৌকিক বলে দাবী করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন। কেউ বা নতুন করে রাস্তা তৈরীর কাজে ব্যস্ত। তাদের দাবী পানি পান করলে রোগ ভাল হবে। পানির অপর নাম জিবন। অনেকের রোগ ভাল হয়েছে বলে দাবী করলেও কোন লোককে দেখাতে পারেন নি তারা।

কুঞ্জনগর গ্রামের জামে মসজিদের ঈমাম রমজান আলী জানান, এসব কুসংস্কার। রোগ ব্যধি ভাল হবার করবার জন্য মানুষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিবেন। পানি পান করলে কোন রোগ ভাল হয় কিনা সেটি তার অজানা। ঝাড় ফুক দিয়ে মনের দ্বিধা দুর করানো যায় কিন্তু দেহের রোগ নয়।

উপজেলা গণস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান জানান, আমরা ঘটনাটি জেনেছি। এটির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নেই। নলকূপের পানিতে রোগমুক্তি হয় এমন তথ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে নেই। যারা পানি নিচ্ছে বা পান করছে তারা গুজবে কান দিয়ে সেখানে ভিড় করছে বলেই আমরা মনে করি।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, ওই স্থানে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে জন্য নজরদারীতে রাখা হয়েছে। পুলিশ ক্যাম্পে জানানো হয়েছে ও সতর্ক করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, ওই টিউবয়েলের পানিতে রোগ সারাবে কিভাবে তা বোধগম্য নয়। এটি প্রতারণার ফাঁদ মাত্র। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীকে পাঠানো হবে এবং টিউবয়েলটিকে বন্ধ করে দেয়া হবে।

মেহেরপুরে নতুন ৩ জন করোনায় আক্রান্ত :: মোট ৫৮১

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ২ জন, মুজিবনগরে ১জন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৮১ জনে।

আজ সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ১৪ টি রিপোটের মধ্যে ৩ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৭৮২ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৬০ (সদর-২৩, গাংনী- ২৬ , মুজিবনগর – ১১) জন।

এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। তার মধ্যে সদরে- ৭, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২)।

সুস্থ হয়েছেন ৪৬৩ (সদর-২৫২, গাংনী -১৬৮, মুজিবনগর- ৪৩) জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪০ জনকে।

গাংনীতে নিজ উদ্যোগে রাস্তা মেরামতে স্কুল শিক্ষক

মেহেরপুরের গাংনীর রাইপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি সড়কের ইট, পাথর ও পীচ উঠে যাওয়ায় যান চলাচলের অনুপযোগী। কোন কোন রাস্তার মাঝে খানাখন্দ। স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয় প্রতিনিয়ত। বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকা থাকলেও কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। চেয়ারম্যান ও জনপ্রতিনিধিরা যখন উদাসীন ঠিক সেই মুহুর্তে নিজ উদ্যোগে সড়ক মেরামতের কাজ হাতে নিয়েছেন শিক্ষক হাফিজুর রহমান মোকলেছ। তিনি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। নিজ ইউনিয়নের প্রধান সড়কসহ চারটি সড়কে প্রায় আড়াই কিলোমিটার সড়ক সংস্কার করে এলাকার মানুষের প্রশংসায় ভাসছেন তিনি।

স্থানীয়রা জানান, গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের রাইপুর মাঠের মধ্যে হঠাত গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে। তাছাড়া রাইপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামের সড়কের দুপাশ ভেঙ্গে ও গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় জনসাধারণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। স্থানীয়

চেয়ারম্যান মেম্বরদের জানানোর পরও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি সংস্কারের। জনদুর্ভোগের কথা ভেবে তিনি নিজ উদ্যোগেই সংস্কার কাজে হাত দেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি জনসেবার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে প্রশংসা করেছেন এলঅকাবাসি।

রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মঙ্গল জানান, স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বরদেরকে রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে জানানো হলেও কেউ কোন উদ্যোগ নেন নি। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি উদ্যোগে যে সংস্কার কাজে হাত দিয়েছেন তাতে সাধুবাদ জানাই। কৃষক আতিয়ার জানান, দীর্ঘদিন যাবত এলাকার জনগন দুর্ভোগে থাকলেও জনপ্রতিনিধিরা কোন উদ্যোগ নেয়নি রাস্তাটি সংস্কার করার। বিশেষ করে চাষিরা মাঠের ফসল ঘরে তুলতে পারে না। মকলেছ মাস্টার রাস্তা সংস্কার করায় সকলেই বেশ উপকার পাচ্ছেন এবং পাবেন। একই কথা জানালেন কৃষক আব্দুল মোতালেব।

হাফিজুর রহমান মোকলেছ জানান, বেশ কিছুদিন যাবত শিক্ষক শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসি রাস্তায় চলাচলে ও মাঠের ফসল ঘরে তুলতে কষ্ট পাচ্ছেন। জনপ্রতিনিধিরা কেউ এগিয়ে না আসায় এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যা খরচ হবে তা নিজেই বহন করবেন।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ জানান, একজন শিক্ষক হয়ে উনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটি নিঃসন্দেহে মহতি উদ্যোগ। সকলেরই এমন উদ্যোগ গ্রহন করা উচিৎ।

গাংনীর কাজিপুরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে হামজা (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার দুপুর ১২ টায় উপজেলার কাজিপুর গ্রামের বাদল মন্ডলের পুকুরে ডুবে তার মৃত্যু হয়। হামজা কাজিপুর মোল্লাপাড়ার বিপ্লব হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, বাড়ির পাশে একটি পুকুরপাড়ে খেলা খেলছিলো । এসময় হামজা অসাবধনতা বসত পুকুরে পড়ে যায়। কিছুক্ষন পর পরিবারের সদস্যরা হামজাকে না পেয়ে বিভিন্ন স্থানে খোঁজ খবর নেয় কোথাও না পেয়ে পুকুরপাড় এলাকায় খুঁজতে গিয়ে লাশ ভাষতে দেখে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করে। জীবিত ভেবে স্থানীয় এক পল্লী চিকিৎসকের কাছে নিলে সে জানায় তার কাছে নেওয়ার পূর্বেই হামজার মৃত্যু হয়েছে।

মেহেরপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত দু’জনের মৃত্যু

মেহেরপুর ও গাংনীতে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে রাজশাহী ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের শালদহ গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে বকুল হোসেন ও সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মধ্যপাড়ার সৌদি প্রবাসী মফিজুল ইসলামের ছেলে স্কুল ছাত্র তানভীর হোসেন।

জানা গেছে, গত সোমবার দুপুরে মোটরসাইকেল যোগে ভালাইপুর যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে পড়ে গুরুতর আহত হয় তানভীর। তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়। তানভির মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল। নিহত তানভীরের বাবা-মা দু’জনই সৌদি প্রবাসী তারা দেশে ফিরলেই তানভীরের দাফন সম্পন্ন করা হবে বলে পারিবারিকভাবে জানানো হয়েছে।

অপরদিকে, শারীরিক অসুস্থ জনিত কারনে বকুল হোসেন গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে টাকা না থাকায় ফ্লেক্সি লোড দিতে হাসপাতাল চত্তরের বাইরে যায়। ফ্লেক্সি লোড দিয়ে হাসপাতালে আসার পথে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় গুরুত্বর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে তাকে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেয়া হলে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসাতালে

রেফার্ড করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।

গাংনীতে ইউ. পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানার মাস্ক বিতরণ

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নে গতকাল বিকাল থেকে ৫ টি গ্রামে মাস্ক বিতরণ করেন ইউ পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

মিজানুর রহমান রানা জানান, এক জন নির্বাচিত জন প্রতিনিধি হিসেবে আমার নৈতিক দায়িত্ব যেন সকলে সুস্থ থাকতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

সকলকে সুস্থ রাখতে হলে মাস্ক পরতে হবে। সেই কারণে আমি মাস্ক বিতরণ করছি।

গাড়াবাড়িয়াতে প্রেমিকের বাড়িতে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকার অনশন

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়া হলদে পাড়ায় প্রেমিকের বাড়িতে বিয়ের দাবি নিয়ে প্রেমিকার অনশন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪ টার সময় থেকে মহজনপুর গ্রামের একটি মেয়ে গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জামাল উদ্দীনের ছেলে শামীম রেজার বাড়িতে আসেন। মেয়েটি বর্তমানে দশম শ্রেনীর ছাত্রী।

মেয়েটি জানান, শামীমের সাথে আমার তার এক বছর ধরে সম্পর্ক আছে। সে

আমাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন যায়গা তে ঘরাতে নিয়ে যায়। এবং আমিও তাকে বিশ্বাস করে সরল মনে তার সাথে ঘুরতে যায় । কিন্তু সে আমার সরলতার সুযোগ নিয়েছে।

৮ মাস আগে খলিসা পড়ি গ্রামের হামিদ আলীর সাথে তার বিয়ে হয়। তা সত্বেও শামীম আমাকে নিয়ে ঘর বাধার সপ্ন দেখায়। তার প্রতিশ্রুতিতে আমি যখন সব কিছু ছেড়ে তার বাড়ি চলে এসেছি । এখন সে আমাকে অস্বীকার করছে। আমি না পারছি সেই স্বামীর বাড়ি ফিরে যেতে না পারছি বাপের বাড়ি যেতে। এখন আমার মরন ছাড়া কোন উপায় নেয়।

স্থানীয়দের মধ্য ইমরান হোসেন জানান, গত ০৩-০৯-২০২০ তারিখে মেহেরপুর ক্যাফে গার্ডেনে এরা ঘুরতে গেছিলো সেখানে তাদের স্থানীয় রা ধরেন এবং মেহেরপুর সদর থানার এস আই এনামুল হকের হাতে তুলে দিয়ে থানায় পাঠান।পরে সেখানে আমরা গিয়ে মিট মাট করে এসেছিলাম তার পরেও মেয়ে আজ ছেলের বাড়ি তে অবস্থান করেছে।

এ বিষয়ে শামীমের পিতা জামাল উদ্দীন জানান, এই মেয়ে কে আমার মেনে নেওয়া সম্ভব না। মেয়ে বিবাহিত এবং সে তার আগের স্বামীকে তালাক না দিয়েই এখানে চলে এসেছে। তাছাড়া আমার ছেলে ঢাকায় চাকরী করেন। সে কখনই এই মেয়ের সাথে সম্পর্ক করার কথা না।

মেয়েকে আগের স্বামীকে তালাকের ব্যাপারে জিঙ্গেস করলে জানান, আমি কালকে তাকে বাদ দিয়ে দিবো। শামীম আমাকে ভালো বাসে আমি তাকেই বিয়ে করবো। শামীম যদি বিয়ে না করে আমি এখানে মরবো, তাও বাড়ি যাবো না।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে সাক্ষরিত দিবস পালিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এঁর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়ানুর রহমান ও উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন।

এ সময় দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন,গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের সমাজ কল্যাণ বিভাগের প্রভাষক নাসিরউদ্দিন, গাংনী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রেজা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গাংনীতে সর্প দংশনে গৃহবধূর মৃত্যু

সর্প দংশনে গোলাপি খাতুন (৩৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তার মৃত্যু হয়।

গোলাপি খাতুন মেহেরপুরের গাংনী থানাপাড়ার কৃষক হাফিজুর রহমানের স্ত্রী।

গোলাপির পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নিজ ঘরের বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় তার কোমরে সর্প দংশন করে। সাপ দেখতে না পাওয়ায় চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিধায় পড়েন পরিবারের লোকজন। এক পর্যায়ে তার শারীরিক অবস্থা অবনতির দিকে গেলে ভোরের দিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: এম রিয়াজুল আলম বলেন, রোগীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় সর্প দংশনের বিষয়টি মাথায় রেখে এন্টি ভেনম দেওয়ার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ডের সিদ্ধান্ত হয়। রেফার্ড প্রক্রিয়া করার মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

[redacted]

[redacted]

এ বিষয়ে বিএটিবি’র কর্মরত ফিল্ড অফিসার রুহুল আমিন জানান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে আলাপ আলোপ আলোচনার মাধ্যমেই নীলগাছ গুলো কর্তন করা হয়েছে। ইকোপার্ক ব্যবস্থাপনা ও দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকল্পবাস্তবায় অফিস সূত্র জানিয়েছেন, আমাদের সাথে নীলগাছ কর্তনের বিষয়ে কোনো কথা হয়নি। আগাছা পরিষ্কারের বিষয়ে কথা হয়েছিল। তবে নীলগাছ গুলো কর্তন করা ঠিক হয়নি। আমরা অনেক কষ্ট করে গাছগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করেছি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইকোপার্ক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, কালের নীরব সাক্ষী নীলগাছ পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। এবং নীল গাছ এ পার্কের প্রধান আকর্ষণ। নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস থেকে বাস্তবে দেখানোর জন্য নীলগাছগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এগুলো কর্তনের বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা।